আইসিটি সেক্টর উন্নয়নে বেশ মনোযোগী শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) প্রশাসন! ইউজিসির উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) অর্থায়নে ২০১৪ সালে কেনা হয় ১ কোটি ৩০ লাখ টাকার ডিজিটাল যন্ত্রপাতি। দুবছর মেয়াদি প্রকল্পটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তালাবদ্ধ হয়ে পড়ে মূল্যবান ইকুয়েপমেন্টগুলোও। প্রশাসনের খামখেয়ালিপনায় এখন প্রায় সবই বিকল। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হাতে নিয়েছে সোয়া ২ কোটি টাকার নতুন প্রকল্প।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ২০১৪ সালে ১ জুন শুরু হয় দুবছর মেয়াদি 'হেকেপ আইসিটি উইনডো-১'। ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে কেনা হয় ৪০টি সিসি ক্যামেরা, একটি অনলাইন ইউপিএস, একটি ডাটাবেস সার্ভার, একটি ওয়েব সার্ভার, অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার, রেক, চারটি ইনফরমেশন কইসক, দুটি ডিভিআর, কানেক্টর, হার্ডডিস্ক, ১২টি এটেনডেন্স ডিভাইস, তিনটি ডোর লক, একটি কার্ড প্রিন্টার, ছয় হাজার প্রক্সিমিটি কার্ড ও চারটি সিগনেচার প্যাড কেনা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর উদ্ভিদ কীটতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. সালাউদ্দিন এম চৌধুরী সবকিছু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় নজরদারির অভাবে অকেজো হয়ে পেড়ে আছে বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি।

সরেজমিনে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো অধিকাংশ সিসি ক্যামেরাই বিকল। প্রশাসনিক ভবনের নিচতলায় ক্যামরা কন্ট্রোল ও মনিটরিং রুমে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে বাকি যন্ত্রপাতিও। তত্ত্বাবধায়নের কেউ নেই। সব সময় তালাবদ্ধ থাকা রুমটি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করছে বলে জানা গেছে। এদিকে যন্ত্রগুলোর দেখভালোর দায়িত্ব হস্তান্তর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ইনফরমেশন কমিউনিকেশন সেন্টার (আইসিসি) এবং প্রকল্পের সাব-ম্যানেজার একে অপরকে দোষারোপ করে দায় এড়িয়ে যান।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট আপডেট নয়। অনেক আগের তথ্য দেওয়া থাকে। এমনকি নতুন তথ্য ও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় অনেক দেরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোয় পর্যাপ্ত সিসি ক্যামরা নেই। প্রায়ই চুরির ঘটনা ঘটছে। ফলে নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হয় শিক্ষার্থীদের। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে হেকেপের অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়, কিন্তু কোনো সুফল পাওয়া যায় না। প্রকল্পের টাকা দিয়ে শিক্ষকরা তাদের চেম্বার রুম মেরামত ও সাজসজ্জায় ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

এ বিষয়ে রেজিস্টার শেখ রেজাউল করিম বলেন, 'প্রকল্পটি অনেক আগের। ওই সময়ে উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক ড. শাহদাৎ উল্লাহ। তবে আমি এ বিষয়ে প্রকল্পের সাব-ম্যানেজার ও আইসিসি পরিচালকের সঙ্গে কথা বলব।' প্রকল্পের সাব-ম্যানেজার দায়িত্ব পালন করা অধ্যাপক ড. মো. সালাউদ্দিন এম চৌধুরী বলেন, 'হেকেপের প্রকল্পটি ছিল দুবছর মেয়াদি।

প্রশাসনের অনুমোদনক্রমে ওই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, সফটওয়্যার, সার্ভার, বায়োমেট্রিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ডেভেলপমেন্টসহ মোট ১৩টি আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির কেনা হয়। লোকেশন অনুযায়ী ক্যামেরাগুলো ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে, বাকি আইটেম দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এগুলো দেখভালের দায়িত্ব ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের। সেগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া বা কাজ না করার দায়বদ্ধতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। প্রকল্পের শেষে আমি আমার দায়িত্ব উপাচার্য ও আইসিসির (ইনফরমেশন কমিউনিকেশন সেন্টার) কাছে হস্তান্তর করি। এসব মনিটরিংয়ের জন্য প্রায় ৬০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়ারও ব্যবস্থা করেছিলাম। তার পরও আজ এ অবস্থা কেন?'

তবে দায়িত্ব হস্তান্তরের এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসি পরিচালক অধ্যাপক ড. মির্জা হাসানুজ্জামান বলেন, 'আমি ২০১৮ সালের জুলাইয়ে আইসিসি পরিচালকের দায়িত্ব পেয়েছি। ওই প্রকল্পের যন্ত্রপাতির দেখভালোর দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়নি। এর আগে যারা আইসিসির দায়িত্বে ছিলেন তারা এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবেন।'

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন আহাম্মদ বলেন, 'ওই প্রকল্পের দায়িত্ব আমি এখনো পাইনি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা ২ কোটি ২৫ লাখ টাকার একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিসিকে নির্দেশ দিয়েছি যেন ধাপে ধাপে যন্ত্রপাতিগুলো আধুনিকায়ন করা হয়।'

advertisement